সংবাদ

তারিখ ... 3 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

বুয়েট পরিস্থিতি আরও উত্তাল

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

● ভিসি-প্রোভিসির কুশপুত্তলিকা দাহ ● পদত্যাগের আলটিমেটামের মেয়াদ আজ সকাল ১১টা পর্যন্ত বাড়িয়েছে আন্দোলনকারীরা

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেছে ছাত্রলীগ। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের ওপরও চড়াও হয় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। এ নিয়ে চরম উত্তেজনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এদিকে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের আলটিমেটামের সময় ২৪ ঘণ্টা বাড়িয়েছে আন্দোলনরত ছাত্র-শিক্ষকরা। এসব ঘটনায় গতকালও দিনভর উত্তাল ছিল পুরো বুয়েট ক্যাম্পাস।

গতকাল সকাল ১০টায় উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম শেষ হয়। এরপর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ভবনের সামনে মানববন্ধন করেন শিক্ষার্থীরা। তাদের এ কর্মসূচিতে শিক্ষকরাও অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এরপর শিক্ষার্থীরা

ছাত্রলীগের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

ছাত্রলীগের : হামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম নজরুল ইসলাম ও উপ-উপাচার্য অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। পরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে ও ভেতরে অবস্থান নেন। উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যকে সময় বাড়িয়ে দিয়ে আজ বেলা ১১টার মধ্যে পদত্যাগের জন্য পুনঃআলটিমেটাম দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তারা গতকাল থেকে আজ বেলা ১১টা পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবনের সামনেই অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। গতরাতে শেষ খবরে জানা গেছে বিপুলসংখ্যক দাঙ্গাপুলিশ অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের ঘিরে রেখেছে। এ বিষয়ে রমনা জোনের এডিসি নুরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা তাদেরকে বেশ কয়েকবার মাইকসহ আন্দোলন বিস্তার লাভে প্রভাব ফেলে এমন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নিষেধ করেছি।' গতকাল দুপুর ১২টার দিকে বুয়েট ক্যাফেটেরিয়া চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বুয়েট শাখা ছাত্রলীগ। ক্যাম্পাস ঘুরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে দিয়ে পার হয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ভবনের সামনে থামেন তারা। এরপর সেখান থেকে ফিরে আন্দোলনকারীদের হুমকি-ধমকি দেন। কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। একদল ছাত্রলীগকর্মী এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মারতে উদ্যত হন। তবে শিক্ষকরা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের শান্ত রাখেন। এর কিছু সময় পর সেখানে উপস্থিত হন বুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উপ-তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক রনক আহসান এবং বুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক মাহমুদ আল রাজী সুমন। তারা আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের হুমকি-ধমকি দেন। সাংবাদিকরা তাদের পরিচয় জানতে চাইলে রনক বলেন, 'আমি সাবেক শিক্ষার্থী। কথা বলার কী দরকার?' এ বলে তিনি ওই স্থান ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে এসে প্রশাসনিক ভবনের দোতলায় যান। সংঘর্ষের আশঙ্কায় দরজা বন্ধ করে দেন আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এ সময় বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক তন্ময় আহমেদ, সহ-সভাপতি আমিনুল হক পলাশ, মম, দেবাশীষ, বাঁধন, ফায়রোজ, মন্ডিউর রহমান সাব্বির, আরাফাত হোসেনসহ কয়েকজন দরজা ভাঙার চেষ্টা চালায়। তারা এ সময় চিৎকার করে হুমকি দেন, 'সাহস থাকলে বাইরে আয়। দরজা বন্ধ করে কিসের আন্দোলন। তোদের আন্দোলন দেখিয়ে দেব'। এ সময় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তাদের নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ব্যাপক লাথি, ইট আর লাঠির আঘাতে দরজা ভাঙতে ব্যর্থ হন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। পরে মাহমুদ আল রাজী সুমন এসে তাদের সেখান থেকে নিয়ে যান। সেখান থেকে বের হয়ে শিক্ষার্থীদের গালাগাল করেন তারা। তারা কাউন্সিল ভবনের সামনে শিক্ষক হুমায়ুন কবীরের হাত থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নেন এবং মাইকধারী রিকশা ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং মাইক ভাঙচুর করা হয়। মাইক ফিরিয়ে আনতে গেলে শুভ্র তানভির নামে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করে ছাত্রলীগকর্মীরা। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে উপস্থিত শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মিছিলকালে ছাত্রলীগকর্মীদের পরনে থাকা টি-শার্টে 'সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, ক্লাসরুমকে আন্দোলনের বাইরে রাখুন' লেখা দেখা যায়। তাদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের কয়েক ছাত্রলীগকর্মীকে অংশ নিতে দেখা গেছে। বিকেলে প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষার্থীরা বলেন, 'উপাচার্য শনিবার বলেছেন তিনি তার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত আজ জানাবেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তাই আমরা তাকে আবার সময় দিয়েছি। এতে ছাত্রলীগের হাতে কয়েক শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার নিন্দা জানানো হয়। এবং এর জন্য উপাচার্যকে দায়ী করা হয়'। এদিকে আন্দোলনরত শিক্ষকরা রোববারও কালো রঙের টি-শার্ট আর শিক্ষিকারা উত্তরীয় পরিধান করে শিক্ষার্থীদের মিছিল-সমাবেশে যোগ দেন। তাদের টি-শার্টে আর উত্তরীয়তে লেখা ছিল 'বুয়েটকে বাঁচান, উপাচার্য, উপ-উপাচার্যকে অপসারণ করুন'। এ বিষয়ে বুয়েটের প্রক্টর ড. হুমায়ুন কবির বলেন, কিছু বহিরাগত হামলা করে আমাদের আন্দোলন নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে। তবে আমরা ভীত নই। তিনি বলেন, আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব এবং উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চলবে।

উপাচার্য কার্যালয় দখল : বুয়েটের উপাচার্য দফতর দখলে নিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। গতকাল সকালে পেছনের দরজা দিয়ে কার্যালয়ে আসেন উপাচার্য। আধাঘণ্টা প্রশাসনিক কাজ সেরে পেছনের দরজা দিয়েই বাসায় ফেরেন তিনি। উপাচার্য চলে যাওয়ার পর শিক্ষকরা তার কার্যালয় দখল করে নেন। সেখানে আড্ডা দিয়ে আর বড় স্ক্রিনে টেলিভিশন দেখে সময় পার করছেন তারা।

পুলিশের নীরব ভূমিকা : বুয়েটের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হাইকোর্টের নির্দেশ আর দু'পক্ষের মুখোমুখি অবস্থানে বুয়েট ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিতে চাইলে পুলিশ আদালতের নিষেধাজ্ঞার উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের বারণ করেন। তবে ছাত্রলীগ বিক্ষোভে স্লোগান দিলেও তারা নিষেধ করেনি। ছাত্রলীগকর্মীরা যখন প্রশাসনিক ভবনের দরজা ভাঙতে ছিল তখনও পুলিশ নীরব ছিল। এ বিষয়ে পুলিশের রমনা বিভাগের সহকারী কমিশনার শিবলী নোমান বলেন, আমরা উভয়পক্ষকে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার কথা বলেছি। ক্যাম্পাসে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে যথেষ্ট চেষ্টা করছি আমরা।

উপাচার্যের বক্তব্য : এদিকে পদত্যাগের কথা ভাবছেন কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে বুয়েট উপাচার্য এস এম নজরুল ইসলাম বলেছেন, আমাকে তেমন সময় বেঁধে দেয়া হয়নি। শিক্ষকরা গতকাল আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন, আমি তাদের কথা শুনেছি, আমার কথাও তাদের জানিয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত।